ইস্যু নং: ০৪
২৬ ডিসেম্বর ২০০৭
দাম: ৪ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

মহালছড়িতে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি থানাধীন মাইসছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে 'মহালছড়ি ভূমি রক্ষা কমিটি' ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

গত ৯ ডিসেম্বর ২০০৭, রবিবার, দুপুর আড়াইটায় আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কিয়াংঘাট মৌজার হেডম্যান বিদ্যা বিনোদ চাকমা । লিখিত বক্তব্যে তিনি ভূমি বেদখলের চিত্র তুলে ধরে বলেন, " গত ৯ মাসে মহালছড়ির ২টি ইউনিয়নের (কিয়াংঘাট ও মাচ্যছড়া) ৯টি গ্রাম, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের (১নং খাগড়াছড়ি ও কমলছড়ি) ৩টি গ্রাম এবং ১টি প্রাইমারী স্কুলের জমিসহ ১২০ ব্যক্তির ৩৬৬.০২ একরের অধিক জমি কেড়ে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব গামারীছালায় ৫০ জনের আনুমানিক ২০০ একর, রত্নসেন কার্বারী পাড়ায় ৭ ব্যক্তির ১২.৪ একর, রবিচন্দ্র পাড়ায় ৪ ব্যক্তির ৯.৬ একর, পাউজ্যাছড়ি ডিদিরে আদামে (গ্রাম) ৩ ব্যক্তির ৪.৮০ একর, পসাই কার্বারী পাড়ায় ১ ব্যক্তির ৬ একর, দক্ষিণ জয়সেন পাড়ায় ৬ ব্যক্তির ৯ একর, মধ্য লেমুছড়ি গ্রামে ৯ ব্যক্তির ৩৪.২২ একর, বদানালায় ৬ জনের ১৫.৫ একর, লেমুছড়ি বড় আদামে ১৫ ব্যক্তির ২৭ একর, নুনছড়ি থলিপাড়ায় ৮ ব্যক্তির ১৬ একর, নুনছড়ি হেডম্যান পাড়ায় ৭ ব্যক্তির ১৫ একর ও রাঙ্গাপানি ছড়া গ্রামের

৩য় পাতায় দেখুন

রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মহালছড়ি ভূমি রক্ষা কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

মাইসছড়িতে ভূমি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে ডিসির কাছে ইউপিডিএফ-এর স্মারকলিপি

গত ২১ নভেম্বর ২০০৭, মাইসছড়িতে ভূমি আগ্রাসন বন্ধের দাবি জানিয়ে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর পক্ষ থেকে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। স্মারকলিপির শুরুতে বলা হয়: "আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত অভিযোগ আসছে যে, খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি থানাধীন মাইসছড়ির বিভিন্ন গ্রামে বহিরাগত সেটলাররা জুলাই-আগষ্ট ২০০৭ থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে পাহাড়িদের বন্দোবস্তীকৃত ও দখলীয় জমি জোরপূর্বক দখল করে চলেছে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে অনুসন্ধানে এই অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

"সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, স্থানীয় সেনা সদস্যরা কেবল প্রত্যক্ষভাবে এই জমি বেদখলে সেটলারদের ইন্ধন দিচ্ছে তা নয়, তারা এমনকি নিজেরাই জমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। জমি বেদখলের পাশাপাশি সেনা নির্যাতন জারি রাখার মাধ্যমে এলাকায় এক ভীতিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। পাহাড়িদের গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে নিরীহ লোকজন ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি ও মুরুব্বীদের ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। জমির মালিকরা বেদখলের কাজে বাধা দিতে চাইলে হুমকি দেয়া হচ্ছে। ফলে অনেকে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না।"

ভূমি বেদখলের ঘটনার উল্লেখ করে স্মারকলিপিতে আরো

২য় পাতায় দেখুন

পার্বত্য চুক্তির ১০ম বর্ষ পূর্তিতে ইউরোপের কয়েকটি দেশে যুগপৎ স্মারকলিপি পেশ

গত ২৭ নভেম্বর ২০০৭ লন্ডন-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যালসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, স্পেন ও ইতালিতে একযোগে বাংলাদেশ সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। একই সাথে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভও প্রদর্শন করা হয় *(ছবি শেষ পাতায়)*।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল-এর ডিরেক্টর স্টিফেন কোরি, জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য-এর কুমার শিবাশীষ রায়, ভেনিশিং রাইটস-যুক্তরাজ্য-এর আইনা হিউম, জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-এশিয়া পেসিফিক-অস্ট্রেলিয়ার কবিতা চাকমা, ফরেস্ট পিপল প্রোগ্রাম এর হেলেন পিকি, মৈত্রী হিউম, জয়তি গ্রেচ, সুব্রত চাকমা, এনডি লামবে ও জাপান ভিত্তিক সংগঠন জুম্ম নেট,

স্মারকলিপিতে পার্বত্য

২য় পাতায় দেখুন

বালাঘাটায় জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ

বান্দরবান সেনানিবাস সম্প্রসারণ কল্পে বালাঘাটায় ঘনবসতিপূর্ণ ১৩১.২৭ একর জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন না দেয়ার জন্য এলাকাবাসী গত ২ ডিসেম্বর বান্দরবান জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। স্মারকলিপিতে ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, শশী ভূষণ চাকমা, মুক্তাধন তঞ্চঙ্গ্যা, উথোয়াইচিং, রনজিত দাশগুপ্ত, আজিজুল হক, মূরতি বিকাশ কার্বারী, প্রদীপ কুমার বড়ুয়া, আদ্রিতা চাকমা, শিখা পাল, মাজেদা বেগম, শাহনাজ পারভিন ও স্বপ্না ধর সহ ১৩১ জন স্বাক্ষর করেন। স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণ পড়ুন আগামী সংখ্যায়।

"যে কোন সময় তোমাকে আদ্ধার ঘরে ঢুকাতে পারি"

গত ৮ ডিসেম্বর মহালছড়ি জোনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর শাফ্‌ফার খাগড়াছড়ি জেলাধীন উত্তদোছড়ি মৌজার হেডম্যান নিরতি চাকমাকে জোন সদর দপ্তরে ডেকে হুমকি দিয়ে তাকে তার মৌজায় সেটলার বসানোর ষড়যন্ত্রে সহায়তা দেয়ার জন্য চাপ দেন।

এ সময় মহালছড়ি থানার কিয়াংঘাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ চাকমাও উপস্থিত ছিলেন। নিরতি চাকমা সেটলার বসানোর কার্যক্রমের বিরোধীতা করলে উক্ত মেজর তাকে বলেন, "আমি তোমাকে যে কোন সময় আদ্ধার ঘরে ঢুকাতে পারি। সুতরাং যা বলা হয়েছে তাই করো। তোমাকে অবশ্যই বাঙ্গালীদের

২য় পাতায় দেখুন

ভূমি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে ডিসির কাছে ইউপিডিএফ-এর স্মারকলিপি

১ম পাতার পর

বলা হয়, "এটা খুবই দুঃখজনক যে, ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলছে, জনগণের সম্পদ লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং প্রভাবশালী অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে জমি-খাল-বিল-নদী-নালা উদ্ধার করছে, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল সেটেলারদের দিয়ে পাহাড়িদের জমি বেদখলে মেতে উঠেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সংক্রান্ত প্রথাগত আইন, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও সর্বোপরি দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন কানুনকে অগ্রাহ্য করে গায়ের জোরে অসহায় পাহাড়ি মালিকদের জমিগুলো কেড়ে নিয়ে সর্বস্বান্ত করছে। এটা চরম অন্যায় ও সভ্য সমাজে নজীরবিহীন। জমি বেদখলের ঘটনাগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হলে তাতে পার্টি হিসেবে আমাদের তেমন বলার থাকতো না। কিন্তু এই জমি বেদখলের ঘটনাগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল একটি বিশেষ জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে বিধায় জনগণের পার্টি হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না।"

মাইসছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র অব্যাহত ভূমি বেদখলের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও প্রতিবাদ জানিয়ে উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়, "মাইসছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রতিক সময়ে যে অব্যাহতভাবে ভূমি জবরদখল করা হচ্ছে তাতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমর্থন বা অনুমোদন (পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ) আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। অথবা জেলার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে আপনি এ ব্যাপারে অবগত আছেন কিনা তাও আমরা জানি না। কিন্তু অন্যায়ভাবে ও আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে এভাবে ব্যাপক আকারে ভূমি জবরদখল একটি বিষয়কে স্পষ্ট করে। আর তা হলো দেশে রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতির কোন পরিবর্তন হয় না এবং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রতিককালে ভূমি বেদখলের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই যে, এসব ঘটনায় হয় সরকারের উচ্চ মহলের নির্দেশ, ইন্ধন অথবা সমর্থন রয়েছে; নতুবা ভূমি বেদখলকারীরা এবং তাদের স্থানীয় মদদদাতারা জানেন যে আইনকে পদদলিত করে জোর জবরদস্তি করে পাহাড়িদের জমি কেড়ে নেয়া হলে তাতে তাদেরকে কোন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। এটা খুবই দুঃখজনক যে, একদিকে সরকার দেশের নাগরিকদেরকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপদেশ বর্ষণ করে চলেছে, আবার অন্যদিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত সেনাবাহিনীর একটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলারদেরকে দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করছে এবং তারা নিজেরাও আইন ভঙ্গ করছে।"

ইউপিডিএফ ঐ স্মারকলিপিতে জেলা প্রশাসকের কাছে অবিলম্বে মাইসছড়িসহ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় সেটলার কর্তৃক জোরপূর্বক ভূমি বেদখল বন্ধ, বেদখলকৃত জমি ফেরতদান এবং ভূমি জবরদখলকারী ও তাদের উষ্কানীদাতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

স্মারকলিপির শেষে বলা হয়, "যদি এই স্মারকলিপি পাওয়ার পরও ভূমি বেদখল রোধে কোন রূপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে সঙ্গত কারণে এটা মনে করার অবকাশ থাকবে যে, এই ভূমি বেদখল সরকারের পরিকল্পিত এবং এর সাথে আপনার প্রশাসনেরও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।"

যে কোন সময় তোমাকে আক্রার

১ম পাতার পর

বিষয়টি দেখতে হবে।" নিরুতি চাকমা তাকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তার করার কিছু নেই, কারণ সেটলারদের কোন বৈধ কাগজ পত্র নেই। তাছাড়া সেটলারদের যে জায়গায় বসানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে সে জায়গা পাহাড়িদের বন্দোবস্তীকৃত নতুবা দখলীকৃত।

জরুরী অবস্থা জারির পর থেকে সেনা সদস্যদের প্রত্যক্ষ মদদে ও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের পরিকল্পনায় সেটলাররা মাইসছড়ি ও তার আশে পাশের এলাকায় পাহাড়িদের জমি জোরপূর্বক দখল শুরু করে। শত শত একর জমি কেড়ে নিয়ে সেটলারদের বসিয়ে দেয়া হয়। এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে। পাহাড়ি-জমি জবরদখল অভিযানের অংশ হিসেবে সেনারা উত্তলোছড়িতেও সেটলার বসিয়ে দিতে চাইছে। এ জন্য এলাকার হেডম্যান ও জনপ্রতিনিধিদের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ দেয়া হচ্ছে।

১০ম বর্ষ পূর্তিতে ইউরোপের

১ম পাতার পর

চুক্তি বাস্তবায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবি জানানো হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে জানুয়ারী মাসে জরুরী অবস্থা জারির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারী থেকে ৫০ জন পাহাড়ি নেতা-কর্মিকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেকের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং দীর্ঘ কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। দুই জন পাহাড়ি বন্দী পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেন।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামে বলতে গেলে প্রায় সকল সেনা ক্যাম্প বহাল তবিয়তে রয়েছে। প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুরা সবাই এখনো পুনর্বাসিত ও তাদের জায়গা জমি ফিরে পায়নি। সেটলার ও সেনাবাহিনী পাহাড়িদের জায়গা জমি কেড়ে নিচ্ছে। পাহাড়ি নেতা-কর্মিদের হুমকি, নারী ধর্ষণ ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে।

শেষে স্মারকলিপিতে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, বেদখলকৃত জমি পাহাড়িদের কাছে ফেরতদান, মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা ও এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ি ব্যক্তিদেরকে বিচারের কাঠগোড়ায় নিয়ে আসার দাবি জানানো হয়। এছাড়া যে সব পাহাড়ি নেতার বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়েছে তাদের অভিযোগ কোন স্বাধীন সংস্থা কর্তৃক তদন্ত করা এবং যারা নির্দোষ তাদেরকে শীঘ্র মুক্তি দেয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল-এর ডিরেক্টর স্টিফেন কোরি বলেন: "জুম্মদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের কার্যকলাপ ছিল গণহত্যামূলক। চুক্তির পর দেশটির ভাবমূর্তির কিছুটা রক্ষা হয়েছে। কিন্তু দশ বছর পর মানবাধিকার লঙ্ঘন বেড়ে যাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আর একবার নিবদ্ধ করা উচিত।"

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি দখলের ঘটনায়

৩য় পাতার পর

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ দখলে থাকা পাহাড়িদের হাজার হাজার একর ভূমি উদ্ধারে সরকার কোনো পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। বরং দেশে জরুরী অবস্থার সুযোগে কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের প্রত্যক্ষ মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন এলাকায় ভূমি দখলের ঘটনা ঘটেছে। ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথুই মারমা, বান্দরবান সরকারি কলেজের লাল রামপার বম, মেনলেং ম্রো, মংসিংশৈ মারমাসহ ৩৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রী এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। -ইত্তেফাক, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭

পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীরা ভূমি বেদখল

৩য় পাতার পর

অবস্থার সুযোগে এই অঞ্চলে ভূমি বেদখলের মহোৎসব চলছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৯৭৯ সাল থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসন কাজ শুরু হয়। '৮২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখ সেটেলার বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সে থেকে আজ অবধি বাঙালি পুনর্বাসন অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি আবার নতুন করে পাহাড়িদের জায়গায় সেটেলার বাঙালিদের বসিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে, যা পাহাড়িদের আশঙ্কিত করে তুলছে।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছে শিমুল চাকমা, সুমন চাকমা, মিলন চাকমা, তাপসী চাকমা, সুস্মিতা ত্রিপুরা, দেবাশীষ চাকমা প্রমুখ।

-আমার দেশ, ৬ অক্টোবর ২০০৭

ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ

চট্টগ্রাম মহানগরে বসবাসরত পাহাড়িরা খাগড়াছড়ির মাইসছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় নির্বিচারে ভূমি বেদখলের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বহদ্দার হাট থেকে অংসিং মারমা, উজ্জ্বল চাকমা, শের শাহ থেকে রিন্টু চাকমা, বন্দর থেকে সুমন চাকমা, সুমন ত্রিপুরা, উর্মি চাকমাসহ ১,৭৮০ জন স্বাক্ষরিত এক গণ বিবৃতিতে তারা বলেন, "মাইসছড়ির দাদকুপ্যা, ভুইয়োছড়ি, দেমুছড়ি, কিয়াংঘাট ও নুনছড়িতে ভূমি বেদখল সমস্যা সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।" তারা অবিলম্বে ভূমি বেদখল বন্ধ, বেদখলকৃত জমি পুনরুদ্ধার ও পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকার প্রদানের দাবি জানান।

সম্পাদকীয় নোট

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা জরুরী

রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও দুর্নীতির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন বাংলাদেশের জন্য স্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছর বর্ষা মৌসুমে দু'বার বন্যার পর ১৫ নভেম্বর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে মহাপ্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হানে। সর্বত্র যারা মানুষের চরম দুঃখ দুর্দশা দেখে যে কারো মনে বেদনা অনুভূত না হয়ে পারে না। আমরা সিডর আক্রান্তদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি।

আমরা মনে করি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য অচিরেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া জরুরী। দেশী ও বিদেশী পরিবেশবিদরা যে তথ্য প্রকাশ করছেন, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত না হয়ে পারি না। একমাত্র সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে জনগণের শক্তির স্ফুরণ ঘটিয়ে ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সম্ভব হতে পারে।

পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীরা ভূমি বেদখল বন্ধের দাবি জানিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : পার্বত্য চট্টগ্রামের অব্যাহত ভূমি বেদখলের ঘটনায় ৪১৭ জন পাহাড়ি ছাত্রছাত্রী এক বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেছে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে অবৈধভাবে দখলকৃত জমি উদ্ধার ও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ দখলে থাকা পাহাড়িদের হাজার হাজার একর ভূমি উদ্ধারে সরকার কোনো পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। বরং দেশে চলমান জরুরী ২য় পাতায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি দখলের ঘটনায় পাহাড়ি ছাত্রদের উদ্বেগ প্রকাশ

চট্টগ্রাম অফিস : পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি দখলের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তা বন্ধের দাবি জানিয়েছে বান্দরবানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা। এ ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর কাছে একটি চিঠি দেয়া হয়েছে।

অবৈধভাবে এ ভূমি দখলের প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা এক মাস ব্যাপী এক স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে। শুক্রবার ছাত্র-ছাত্রীরা এক বিবৃতিতে বলেন, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে অবৈধভাবে দখলকৃত জমি উদ্ধার ও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেও ২য় পাতায় দেখুন

অন্য পত্রিকায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি দখলে ঢাবির পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ি জনগণের শত শত একর জমি জোর করে দখল করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে ঢাবির ২৭ জন পাহাড়ি শিক্ষার্থী স্বাক্ষর প্রদান করে। তারা ভূমি আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানায়। - আমাদের সময়, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৭।

ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

১ম পাতার পর

৪ ব্যক্তির ১৪একর জমি জোর পূর্বক বেদখল করা হয়েছে।এছাড়া দক্ষিণ জয়সেন পাড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২.৫ একর জমি জোরপূর্বক বেদখলের পর ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন, " জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে গত মার্চ থেকে পাহাড়িদের মালিকানাধীন জমি একের পর এক জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হচ্ছে। আমরা পাহাড়িরা বহু বছর ধরে বংশ পরম্পরায় ঐ সব জমি ভোগ দখল করে আসছি। বেদখল হয়ে যাওয়া জমিতে আমাদের সেগুন, গামারী, বাঁশ ও বিভিন্ন প্রজাতির ফলের বাগান রয়েছে।"

তিনি অভিযোগ করে বলেন, " একটি প্রভাবশালী মহল ভূমি বেদখলে সেটলারদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ ও সহযোগিতা দিচ্ছে। বাধা দেয়া হলে দাঙ্গা, গ্রেফতার ও ক্রসফায়ারের হুমকিসহ বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। জমি মালিকানার বৈধ কাগজপত্র দেখালেও কোন কাজ হয়নি। বর্তমানে এলাকায় চরম আতঙ্ক ও একইসাথে ক্ষোভ-অসন্তোষ বিরাজ করছে। যে কোন সময় যে কারোর জমি কেড়ে নেয়া হতে পারে - পাহাড়িদের মনে এমনই শঙ্কা। এরকম বেআইনীভাবে ও জোরপূর্বক ভূমি দখলের মহোৎসব চলতে থাকলেও স্থানীয় উপজেলা ও জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে। তাদের কাছে নালিশ করা হলেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। ভূমি বেদখল বন্ধ ও বেদখলকৃত জমি স্ব স্ব মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রশাসন আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।"

সংবাদ সম্মেলনে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো হলো ১. অবিলম্বে মাইসছড়িতে ভূমি বেদখল বন্ধ করা হোক এবং বেদখলকৃত জমি স্ব স্ব মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। ২. অবৈধ দখলদার ও তাদের মদদদাতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ভবিষ্যতে যাতে ভূমি বেদখলের ঘটনা না ঘটে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হোক। ৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে পাহাড়িদের ঐতিহ্যগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি প্রদান এবং বহিরাগত সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে জীবিকার উপায়সহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

সংবাদ সম্মেলনে ২৫০ নং লেমুছড়ি মৌজার হেডম্যান দীনেন্দ্র লাল চাকমা, ৩নং কিয়াংঘাট ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুশীল জীবন চাকমা, দাঁতকুপ্যা মৌজার ভারপ্রাপ্ত হেডম্যান ও পূর্ব গামারীঢালা গ্রামের বিশিষ্ট মুরুব্বী জ্ঞান লাল চাকমা, ৪ নং মাইসছড়ি ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বার বিমল জ্যোতি চাকমা, ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বার স্নেহ কুমার চাকমা, মহিলা সদস্য নয়না দেবী চাকমা, লেমুছড়ি গ্রামের কার্বারী সোনা রঞ্জন তালুকদার, মানিকছড়ি গ্রামের কার্বারী জ্যোতিষ চন্দ্র চাকমা, ৩ নং কিয়াংঘাট ইউনিয়নের প্রাক্তন মেম্বার বিন্দু চাকমা, কচোই কার্বারী পাড়ার প্রাক্তন মেম্বার ও মুরুব্বী লাব্রেচাই মার্মা, ভূমি বেদখলের শিকার সুশীল ভূষণ চাকমা, অঞ্জলি চাকমাসহ মহালছড়ি এলাকার ১৮ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যের পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বিদ্যা বিনোদ চাকমা, জ্ঞান লাল চাকমা, ভূমি বেদখলের শিকার "পাকুজ্যাছড়ি ভিদিরে আদাম"(গ্রাম)-এর বাসিন্দা সুশীল ভূষণ চাকমা ও অঞ্জলি চাকমা।

ভূমি বেদখল বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছেন কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বিদ্যা বিনোদ চাকমা বলেন, আমরা স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিধায় আমরা এখানে সংবাদ সম্মেলন করতে এসেছি।

আপনারা চুক্তির পক্ষে না বিপক্ষে সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, আমরা সাধারণ জনগণ। এলাকার স্বার্থে এবং নিজ নিজ জায়গা জমি রক্ষার্থে আমাদের আজকে এই সংবাদ সম্মেলন। একটি প্রভাবশালী মহলের চাপের মুখে আমরা সেখানে আমাদের সত্য কথাগুলো বলতে পরি না। তাই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের সত্য কথাগুলো দেশবাসীকে জানাতে আমরা এখানে এসেছি।

উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে অঞ্জলি চাকমা বলেন, "আমাদের বাড়ির পাশে সেটলাররা ঘরবাড়ি নির্মাণ করছে। বাধা দিতে গেলে সেটলাররা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, পাহাড়ি এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণ না করলে তাদের রেশন ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে।" নিরাপত্তা বাহিনীর চাপের কারণে বাধ্য হয়ে সেটলাররা পাহাড়িদের জায়গা জমিতে বাড়িঘর নির্মাণ করছে বলে তিনি জানান।

মহালছড়ি ভূমি রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দএলাকায় ভূমি বেদখলের করুণ চিত্র তুলে ধরে বলেন, গতকাল অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর ২০০৭ মহালছড়ি জোনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর শফর কিয়াংঘাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ চাকমা ও উত্তদোছড়ি মৌজার হেডম্যান নিরতি চাকমাকে ক্যাম্পে ডেকে সেটলার পুনর্বাসনে সহায়তা দেয়ার জন্য চাপ দেন। "যে কোন মুহূর্তে তোমাকে অন্ধকার ঘরে রাখতে পারি। তাই বেশী বাড়াবাড়ি করো না। বাঙালিদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই দেখতে হবে" - উক্ত মেজর নিরতি চাকমাকে এই মর্মে হুমকি দেন বলে তারা জানান।

সংবাদ সম্মেলন শেষে বাড়ি ফিরে গিয়ে তারা তাদের জমি-জমা ও ঘরবাড়ি ঠিকঠাক মত পাবেন কিনা বা তাদের ভবিষ্যত কি হবে সে ব্যাপারে তারা শঙ্কা প্রকাশ করেন।

লক্ষীছড়িতে পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৬ অক্টোবর ২০০৭ মোঃ মোস্তফা নামে ময়ূরখীল গুচ্ছগ্রামের এক সেটলার খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়িতে এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার মেয়েটির নাম মাইয়েনু মার্মা ওরফে অনু মারমা (বয়স ২৩), গ্রাম মংহলা পাড়া।পিতার নামথোয়াইচাই মার্মা। ঘটনার দিন তিনি সকাল দশটার দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে হতিছড়ায় শালবন বৌদ্ধ বিহারে খাদ্যসামগ্রী দানের জন্য যাচ্ছিলেন। এমন সময় হিন্দুদের কালি মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছলে মোস্তফা তাকে ঝাপটে ধরে পার্শ্ববর্তী ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। মেয়েটি চিৎকার করলে মোস্তফা তার গলায় ছুড়ি বসিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর তার চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন জড়ো হলে দুর্বৃত্তটি মেয়েটির গলার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

মেয়েটিকে লক্ষীছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে ডাক্তাররা তার গলায় কাটা স্থানে সেলাই করে দেয়। এ ঘটনায় লক্ষীছড়ি থানায় মামলা করা হলেও উক্ত দুর্বৃত্তকে এখনো গ্রেফতার করা হয় নি।

মানিকছড়িতে দশ বছরের মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি থানাধীন ওয়ার্কছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। (নাম গোপন রাখা হল) ৪ ডিসেম্বর এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর এক গ্রাম্য সালিশে ধর্ষক শাহীনকে স্থানীয় ইউপি মেম্বার আবুল কালামের হেফাজতে দেয়া হয়। কিন্তু সে সেখান থেকে পালিয়ে যায় বা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। এরপর ধর্ষিতার পিতা গত ৭ ডিসেম্বর মানিকছড়ি থানায় মামলা করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় ও বাদীকে ভয়ভীতি দেখায় ও হুমকি দেয়।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লেখা অভিযোগ পত্রে ধর্ষিতার পিতা উল্লা হাফছড়ি গ্রামের রামাউ মারমা বলেন, "গত ০৪/১২/২০০৭ ইং রোজ মঙ্গলবার সকাল অনুমান ৯:৩০ মি এর সময় আমার কন্যা পার্শ্বোক্ত ভিকটিম ওয়ার্কছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী (যার বর্তমান বয়স ১০ বৎসর) স্কুলে আসার পথে বিদ্যালয় হইতে অনুমান ৫০০ গজ পূর্ব দক্ষিণ কোণে হাফছড়ি নির্জন রাস্তায় একা পাইয়া জনৈক বাঙ্গালী যুবক তাহাকে জোর পূর্বক উঠাইয়া নিয়া পার্শ্বের জঙ্গলে গলায় দাও বসাইয়া চিৎকার করিলে খুন করিয়া ফেলিবে মর্মে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া ধর্ষণ করে। এবং উক্ত যুবক তাকে জঙ্গলে ফেলিয়া পলায়ন করে। ১টি ছাত্রী রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতেছে মর্মে জনৈক পথচারী হইতে খবর পাইয়া ওয়ার্কছড়ি সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল মতিন সাহেব ভিকটিমকে অনুমান ১০:০০ ঘটিকার পর উদ্ধার করিয়া আনেন। অতঃপর ঘটনা জানাজানি হইলে, এলাকার মেম্বার আবুল কালামের নেতৃত্বে পাহাড়ি ও বাঙ্গালীদের সমন্বয়ে ঐদিন সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় জামতলায় একক সামাজিক বৈঠক হয় এবং ব্যাপক উপস্থিতিতে ভিকটিম উক্ত ধর্ষককে সনাক্ত করে। যার নাম মোঃ শাহীন পিতা অজ্ঞ খালেক সাং গচ্ছাবিল, থানা মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি। অবশেষে উক্ত ধর্ষককে কালাম মেম্বারের জিম্মায় নেওয়া হয় এবং পরদিন সামাজিকভাবে সালিশী বৈঠক হওয়ার কথা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ধর্ষক মোঃ শাহীন পলায়ন করায় সামাজিক বিচার সম্ভব হয় নাই ...।"

পার্বত্য চট্টগ্রামে ন্যায় বিচার অত্যন্ত দুর্লভ, অপরদিকে অন্যায় অবিচারের জয়ধ্বনি সর্বত্র বিরাজিত। এ অবস্থায় উক্ত ধর্ষককে বিচারের কাঠগড়ায় আনা হবে কি? নাকি অতীতের অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি হবে?

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি আগ্রাসন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল ও জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক এর বিক্ষোভ প্রদর্শন।